322

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB. 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ভাষা আন্দোলন যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তথ্যের অনুপস্থিতি ও অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর প্রধান উদ্‌গাতা ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত তাঁহার বিভিন্ন লেখা ও ভাষণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু বাহান্নর ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া কিভাবে আন্দোলনে ভূমিকা রাখিয়াছিলেন এসব গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। একুশের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন হইতে রাজপথে মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং সেই মিছিলে গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, সে সম্পর্কেও তথ্যের গরমিল লক্ষণীয়। এজন্য জীবিত ভাষা সৈনিকদের নিয়া সেমিনারের আয়োজন করিয়া ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে আরও প্রামাণ্য করা প্রয়োজন। সরকারের তরফ হইতে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া খুবই জরুরী। কেননা পঞ্চাশ বছর পূর্বের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ধারণ করিয়া ভাষা সৈনিকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের মধ্যে বর্তমান, তাঁহাদের অনেকেই অসুস্থ সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র, আলোকচিত্র, প্রচার পুস্তিকা ও স্মৃতিচিহ্নাদি ক্রমশঃ বিনষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই জাতীয় যাদুঘরে ভাষা আন্দোলনের বিভাগ সৃষ্টি করিয়া ১৯৪৭ হইতে ১৯৫২ এবং পরবর্তী ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত (পাকিস্তানের সংবিধান ১৯৫৬-তে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি) সময়ে আন্দোলনের বিভিন্ন আলোকচিত্র, শহীদদের স্মৃতি বিজড়িত পোশাক-পরিচ্ছদ (রক্তমাখা জামা ইত্যাদি), বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে রচিত পুস্তকাদি, পোস্টার, হ্যান্ডবিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণের ধারণকৃত জবানবন্দি সম্বলিত ভিডিও টেপ ইত্যাদি জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রী হিসাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। প্রকৃতপক্ষে যে ভাষা আন্দোলনের পথ ধরিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম– জাতীয় যাদুঘরে সেই ভাষা আন্দোলনের বিশেষ গ্যালারী না থাকা খুবই আশ্চর্যজনক। বাংলা একাডেমী কর্তৃক ভাষা আন্দোলনের উপর প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও এ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ছবির অ্যালবাম প্রকাশ করা হয় নাই; যাহা বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। আমি এ ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সুধীবৃন্দ ও ভাষাসৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ,
১১৫, হাজি ওসমান গনি রোড,
ঢাকা ১০০০।

পত্রপ্রেরক

অনেকেই পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ছাড়া চিঠি পা
হওয়া সত্ত্বেও অনেক চিঠি ছাপা সম্ভব হয় না
জন্য পত্রলেখকদের প্রতি অনুরোধ জানানো
তাহা লেখার পাশাপাশি পূর্ণ নাম-ঠিকানা লি
পৃষ্ঠায় পর্যাপ্ত মার্জিন ও লাইনের মধ্যে ফাঁ